রূপান্তরকালীন সময়ে নাগরিক উদ্যোগ

নাগরিক ইশতেহার বিষয়ক আঞ্চলিক পরামর্শ সভা

সিলেট

২৩ অক্টোবর ২০২৫

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

বিষয়সূচি

১। কেন সংস্কার প্রয়োজন?

২। চলমান সংস্কার অভিজ্ঞতা

৩। সংস্কার ও প্রাক-নির্বাচনী বিতর্ক

৪। নির্বাচনী ইশতেহার ও নাগরিক চিন্তা

৫। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রাক-নির্বাচনী উদ্যোগ

১। কেন সংস্কার প্রয়োজন?

সংস্কার কার্যক্রম

সংস্কারবিরোধী দুর্নীতিপরায়ণ জোট

অগ্রসরমুখী রাজনৈতিক সমঝোতা

২. চলমান সংস্কার অভিজ্ঞতা

- প্রয়োজনীয় সংস্কার পদক্ষেপ নির্ধারণে একাধিক **কমিশন, কমিটি ও টাস্কফোর্স** গঠন করা হয়।
- অন্তত শতাধিক **সংস্কার প্রস্তাব** রয়েছে, যা **প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে** বাস্তবায়নযোগ্য।
- প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে **অতিরিক্ত অর্থায়ন ছাড়া বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবগুলো দ্রুত কার্যকর** করতে।
- **১৫ জুন ২০২৫** তারিখে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় *"অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারসমূহ"* শিরোনামে একটি **বুকলেট প্রকাশ** করে।
- ইতিমধ্যে একটি ঐক্যমত্য কমিশন ৮৪ টি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছে।
- **১৭ অক্টোবর ২০২৫-এ "জুলাই সনদ" আনুষ্ঠানিকভাবে জাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং অধিকাংশ আলোচনায় যুক্ত রাজনৈতিক দল এ সনদে সাক্ষর করেছে। যারা করে নি তাদের সাথেও আলোচনা চলমান রয়েছে।**
- **এর আগে ৫ আগস্ট ২০২৫-এ "জুলাই ঘোষণাপত্র" প্রকাশ করা হয়।**

২. চলমান সংস্কার অভিজ্ঞতা

চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া কি সবক্ষেত্রে সফল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করেছে?

এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনঃ

- দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছা ও নেতৃত্বের স্পষ্ট অবস্থান
- দক্ষ ও সমন্বিত বাস্তবায়ন
- কার্যকর ও কৌশলগত যোগাযোগ
- অংশীজনকে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের সমর্থন নিশ্চিত করা
- সকলের কাছে উন্মুক্ত "রিয়েল-টাইম" পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
- "কাউকে পেছনে রাখা যাবে না" এই নীতি এবং বৈষম্যবিরোধী মূল্যবোধের প্রতিফলন

খুব সম্ভবত নয়...

২. চলমান সংস্কার অভিজ্ঞতা

সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করা সহজ — কিন্তু বাস্তবায়ন করা সহজ নয়!

কেন সংস্কার বাস্তবায়ন প্রায়ই **ব্যর্থ হয়?**

- অংশীদারদের প্রত্যাশা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না এবং গ্রথিত হয় না
- প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীদাররা অংশ নিলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সময় তাদের কণ্ঠস্বর ও অগ্রাধিকারসমূহ হারিয়ে যায়
- ফলস্বরূপ, সংস্কার প্রায়শই উপরের দিক থেকে নির্ধারিত হয়, অনিবার্য ও অপরিবর্তনযোগ্য হয়ে যায়, যা তৃণমূলের চাহিদা পূরণ, জবাবদিহিতা এবং সমন্বয়ের সুযোগ সীমিত করে।

নাগরিক প্লাটফর্ম এই ব্যবধান দূর করতে চায়— সংস্কারের রূপরেখা ও সংস্কার কার্যক্রমকে কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বাস্তবায়নযোগ্য উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে চায়।

৩। সংস্কার ও প্রাক-নির্বাচনী বিতর্ক

- এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিসরে সংস্কার আলোচনা শুধুমাত্র জুলাই সনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ
- এর বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব রয়ে গেছে, যেসবের ব্যাপারে চলমান আলোচনায় তাদের অংশগ্রহণ বা আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে না
- জুলাই সনদের বাইরে থাকা অনেক সংস্কার প্রস্তাব বিষয়ে রাজনৈতিক আলোচনা ও ঐক্যমত্য নিয়ে কোন কথা হচ্ছে না, এবং এসব সংস্কার প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে
- মনে রাখা দরকার সফল সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের স্বদিচ্ছা, অব্যাহত মনোযোগ ও নিরলস প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন
- এটা নিশ্চিত না করা গেলে “সংস্কার বিরোধী জোট” আবার সক্রিয় হবার আশংকা থেকেই যাবে

৪। নির্বাচনী ইশতেহার ও নাগরিক চিন্তা

- সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো প্রাক-নির্বাচনী বিতর্ক এবং ইশতেহারে তাদের অবস্থান ও বক্তব্য স্পষ্ট করলে পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকার এর মাধ্যমে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং “ম্যান্ডেট”ও পাবে এবং এর ফলে সংস্কারের সফল বাস্তবায়ন সহজ হবে

- এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণেরও এসব বিষয়ে মতামত দেবার সুযোগ থাকবে

- রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে তাদের প্রস্তাবিত সংস্কারের বাইরেও রাষ্ট্রনীতি এবং উন্নয়ন বিষয়ে তাদের মতামত ও আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপন করে থাকে

- ভোট পেতে রাজনৈতিক দলগুলো সঙ্গত কারণেই তাদের ইশতেহারে নাগরিকদের চিন্তার প্রতিফলন করতে চাইবে

- নাগরিকদের ভোটের সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক ইশতেহার বোধগম্য কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

৫। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রাক-নির্বাচনী উদ্যোগ

‘নাগরিক ইশতেহার’ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

- চলমান নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আলোচনায় ও বিতর্কে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর খুবই ক্ষীণ
- এই জনগোষ্ঠীর স্বার্থ, প্রত্যাশা ও দাবি তুলে ধরা এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা জরুরি
- এই লক্ষ্যেকে সামনে রেখে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম **‘নাগরিক ইশতেহার’** প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে
- ন্যায্য, সমতাভিত্তিক ও জবাবদিহিপূর্ণ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এতে থাকবে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় জাতীয় কর্মসূচির প্রস্তাব
- প্রক্রিয়াটিতে যুক্ত রয়েছে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ের ১৫০টিরও বেশি সহযোগী সংগঠন
- পাশাপাশি অংশ নিচ্ছেন ব্যক্তিখাতের নেতৃবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী।
- আমাদের প্রত্যাশা, এই সুপারিশসমূহ আগামী দিনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে

৫। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রাক-নির্বাচনী উদ্যোগ

আপনার মতামতে হোক নির্বাচনী ইশতেহার

সংস্কার ও প্রাক-নির্বাচনী
বিতর্কে পিছিয়ে
পড়া জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা ও
চাহিদার প্রতিফলন

সংস্কারের অগ্রাধিকার
নির্ধারনে আঞ্চলিক ও স্থানীয়
চাহিদার প্রতিফলন

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও সংস্কার
বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক
সক্ষমতা মূল্যায়ন

৫। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রাক-নির্বাচনী উদ্যোগ

আঞ্চলিক পরামর্শ সভা

দেশের ৮টি অঞ্চলে পরামর্শ সভা আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় অংশীজনদের মতামত ও সুপারিশ সংগ্রহ করা হবে

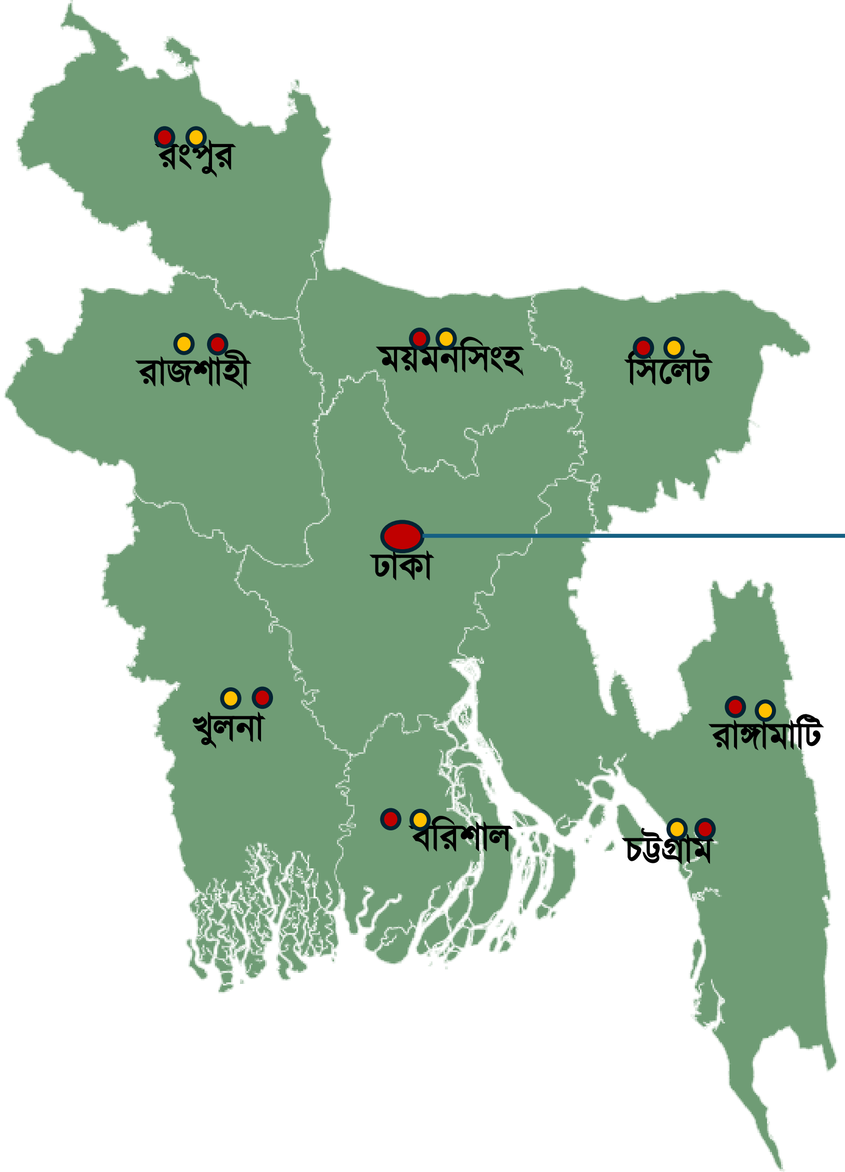

সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে যুব কর্মশালা

বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক যুব কর্মশালা

তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও নীতিগত অগ্রাধিকার যেন যথার্থভাবে ‘নাগরিক ইশতেহারে’ প্রতিফলিত হয়, তা নিশ্চিত করা হবে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে প্রস্তাব ও সুপারিশ আহবান করা হচ্ছে

নির্বাচন-পরবর্তী সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কী?

Go to

www.menti.com

Enter the code

6623 3386

ধন্যবাদ

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs bdplatform4sdgs coordinator@bdplatform4sdgs.net

সচিবালয়

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE